দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..24 APR 2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ....৩.....

ঢাবি অ্যালামনাই কমিটির অভিষেক

সংকট-সম্ভাবনায় পাশে থাকার আহ্বান

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

'সৌরভে গৌরবে শতবছরের দ্বারপ্রান্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এখন সময় দায় মোচনের'– এই অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা, বৈশাখী আড্ডা, নবনির্বাচিত কমিটির পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সহস্রাধিক জীবন সদস্যের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে ঢাবি ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে (টিএসসি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নতুন কমিটির নেতারা ঢাবির সংকট আর সম্ভাবনায় অ্যালামনাইদের পাশে থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদ্য বিদায়ী সভাপতি রকীবউদ্দীন আহমেদ। প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাবির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আজাদ চৌধুরী, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ। প্রধান অতিথির এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৩

সংকট-সম্ভাবনায় পাশে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বক্তব্যে ঢাবি উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা অপরিসীম। এ ভূমিকাকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করতে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনে একটি দীর্ঘ মেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। নবনির্বাচিত কমিটিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ঢাবির উন্নয়নে নতুন কমিটিকে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।

নবনির্বাচিত সভাপতি এ. কে. আজাদ বলেন, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগ হবে ঢাবি শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানো। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সহায়তায় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ঢাবির উন্নয়নে কাজ করে যাবে। ভবিষ্যতে সব অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনকে একত্রিত করার মধ্য দিয়ে অ্যাসোসিয়েশন আরও কার্যকর হয়ে উঠবে। এ সময় তিনি ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. নূর আলীর উদাহরণ টেনে বলেন, অ্যালামনাইদের ডাকে মোহা. নূর আলীর মতো প্রথিতযশা ব্যবসায়ী উপস্থিত হয়েছেন। তার মতো মেধাবী ও দক্ষ মানুষের মতামতকে কাজে লাগিয়ে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে নতুনভাবে কাজ করব।